খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 44 ❑ 15 Jan., 2026 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বাস পাঠালেও টাকা পাই না, দাবি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির

সংবাদদাতা ঃ দলের নির্দেশ মতন বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাস পাঠিয়ে টাকা পাননা বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। তিনি বলেন দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে বিভিন্ন জেলায় দলের কর্মসূচিতে বাস পাঠাই। কিন্তু টাকা পাই না। আমি কি খনি। শ্রমিক সংগঠন করি, টাকা পাব কোথায়? এরপরে তো বাস মালিকরা আমাকে পেটাবে।

রবিবার সন্ধ্যায় বনগাঁ শহরের নীলদর্পণ ভবনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি বৈঠক ছিল। সেখানে উপস্থিত ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। এখানেই সে বিষয়ে বলেন নারায়ণ। এ বিষয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, আমরা যারা তৃণমূল করি, দলের নিয়ম হচ্ছে— নিজেরা চাঁদা দিয়ে গাড়ি ভাড়া দিই। নারায়ণ দলের দায়িত্বে আছে। ওর নিজের পকেটের চাঁদা দিয়ে অন্যদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

ফর্ম ৭ জমা দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা

সংবাদদাতা ঃ বিজেপি লোকজন জোর করে প্রায় এক হাজার ফর্ম ৭ জমা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলে বাধা দিল তৃণমূল কর্মীরা। বুধবার বিকেলে বাগদা ব্লক অফিসের সামনে এমনই ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি তৃণমূল একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। হাতাহাতির উপক্রম হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি বেআইনিভাবে এক হাজার ফর্ম ৭ জমা দিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম কেটে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। পাল্টা বিজেপির নেতৃত্বের দাবি, যা করা হয়েছে আইন মেনেই করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে ফরম জমা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের তালিকায় রাখতে চায়, তাই আসরে নেমে পড়েছে।

অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়ার আপত্তির ফর্ম ৭ জমা নিচ্ছেন না এআরও অভিযোগে মহাকুমা শাসকের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির তিন বিধায়কের। বুধবার দুপুরে বনগাঁ মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাসের ঘরের সামনে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এবং বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার এই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে। বিধায়কদের অভিযোগ, যে নির্দেশিকা রয়েছে, তাতে এআরও আনলিমিটেড ফর্ম ৭ জমা নিতে পারবেন। গতকাল জমা নিয়েছিল। আজ সকালে কিছু জমা নেওয়ার পর হঠাৎ ভুতুড়ে ফোন আসার পর থেকে আর জমা নেওয়া হচ্ছে না। বিধায়করা জানিয়েছেন, বনগাঁ উত্তর, দক্ষিণ ও গাইঘাটার বহু সচেতন মানুষ ফর্ম জমা দিতে এলে তাদের জমা নিয়ে যাবে না বলে জানান আধিকারিকেরা। এরপরই তারা খবর পেয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে আসেন। প্রায় ঘন্টা খানেক মহকুমা শাসকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পরেও তিনি ফরম জমা নিতে অস্বীকার করেন। তারা প্রশ্ন করলে মহকুমা শাসক জানায়, তাদের কোন নির্দেশ নেই। অভিযোগ, আজকে সকালে জমা নিয়েও কিছু ফর্ম পরে কেটে দেওয়া হয়েছে। সুব্রত ঠাকুর বলেন, মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা জমা নেওয়া হচ্ছে না। অশোক কীর্তনীয়া বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আছে, বিএলও বাদে এ আরও বা অন্য উচ্চ আধিকারিকেরা তারা আনলিমিটেড ৭ নম্বর ফরম জমা নিতে পারেন। কিন্তু নিলেন না। অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চক্রান্ত করেছে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন। স্বপন মজুমদার বলেন, এলাকার লোকজন ফর্ম সেভেন নিয়ে আপত্তি জানাতে এসেছিল। প্রশাসন আজকে হঠাৎ করে জমা নেওয়া বন্ধ করে দেয়। আমরা খবর পেয়ে জানতে এসেছি। ওনাদের কাছে কোন উত্তর নেই। আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবো। যদিও এ বিষয়ে বিজেপি বিধায়কদের কোন নিয়ম কানুন জানেন না বলে উক্তি করলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। ওরা নিয়ম কানুনই জানেন না। প্রশাসন ওদের অন্যায় দাবি মানছে না। তাই ওরা অবস্থান বিক্ষোভ করছে। ২০২৬-এ ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। যদিও এ বিষয়ে মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাসের কোন বক্তব্য মেলেনি।

মেলেনি আবাস যোজনার ঘর, ক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েতে একাধিকবার বলার পরেও মেলেনি আবাস যোজনার ঘর। কাঁচা ঘর ভেঙে পড়তেই ক্ষোভ জানালেন বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা। গোপালনগর ২ পঞ্চায়েতের নতুনগ্রাম মাঠপাড়া এলাকার ঘটনা। ভাঙা বাড়ির মালিক রবিন মন্ডল প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানালেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাঠপাড়া এলাকার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন।

তৃতীয় পাতায়...

সিএএ-তে আবেদন করার উপদেশ আধিকারিকের; উত্তেজনা শুনানী কেন্দ্রে

রাহুল দেবনাথ ঃ শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই বেনাগরিক হওয়ার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন মতুয়ারা। কমিশনের নির্ধারিত নথি না থাকায় এদেশের ভোটাধিকার না পাওয়ার ভয় ক্রমেই চেপে বসেছে মতুয়াদের মধ্যে। ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্প থেকে নাগরিকত্বের আবেদন করেও সার্টিফিকেট পাননি মতুয়ারা। আশঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়ে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে বাগদার একটি শুনানিতে আসা মতুয়াদের সি এ এ ফর্ম ফিলাপ করার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রের এক নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই শুনানি কেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষিপ্ত মতুয়া সহ শুনানিতে আসা মানুষরা ওই আধিকারিককে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি,একজন সরকারি আধিকারিক এভাবে সি এ এতে আবেদন করার জন্য প্রভাবিত করতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বাগদার তৃণমূল নেতৃত্ব। বাগদার বি ডি ওর কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন। এরফলে ওই শুনানি কেন্দ্রে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় বাগদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মতুয়া গড় হিসেবেই চিহ্নিত বাগদা বিধানসভা। বাগদার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৪৫ শতাংশ রয়েছে মতুয়া ভোটার। এদের অনেকেই গত ৩০,৪০ কিংবা তার বেশি সময় ধরে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪৪ ❐ ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬ ❐ বৃহস্পতিবার

বিড়ম্বনা নয়, SIR হোক সঠিক স্বাভাবিক নিয়মেই

আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা আবহমানকালের। পুলিশের খাতায় একটা ডায়েরি লিপিবদ্ধ হয়। মৃত ব্যক্তির পক্ষের লোকজন প্রভাবশালী হলে বা বধূ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসন একটু নড়ে চড়ে বসে। অন্যথায় ডায়েরি শুধুই ডায়েরি হয়েই রয়ে যায়। বর্তমান সময়ে আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা অন্যমাত্রা পেয়েছে। রঙ্ মিশেছে রাজনৈতিক। আবহ SIR, তাই আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যু বা হার্ট- অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মত মৃত্যু গুলো SIR এর কারণে হচ্ছে বলেই ঘোষিত হচ্ছে। SIR এর Full Form হল Special Intensive Revision বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। এটা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে এবং দেশজুড়ে একসাথে হতে পারে বা আলাদা আলাদা ভাবেও হতে পারে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি ক্ষমতাসীন। তাদেরই ঈশারায় নির্বাচন কমিশন কাজ করছে— এমনই অভিযোগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। এর পূর্বে ২০০২ সালে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল। তখন জনমানসে এমন চাপ পড়েনি বা ঘটেনি এমন মৃত্যুর ঘটনা। এবার যেন একটু অন্যরকম! যেন চাপ একটু বেশি! হয়রানির শিকার হচ্ছেন বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গও। যেমন ধরা যাক, বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ নোবেল প্রাপক অমর্ত্য সেন। কারণ, মায়ের সাথে তাঁর বয়সের পার্থক্য পনের বছর। ৯২ বছর বয়সের অমর্ত্যবাবুর মায়ের সাথে যদি তাঁর বয়সের পার্থক্য ১৫ বছর হয়, তাহলে সেটা কী অস্বাভাবিক! কোন সমাজ সচেতন ব্যক্তি এই নোটিশ পাঠিয়েছেন, তা বোধগম্য হওয়া সত্যিই দুঃসাধ্য! এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের বৃথা হয়রানি করা হচ্ছে। তালিকায় আছেন বনগাঁ কোর্টের প্রথিতযশা এক পিপি। অভিনেতা থেকে শুরু করে সাংসদ-বিডিও কে নেই এই তালিকায়! নিবিড় সংশোধনের নামে আমজনতাকে কেন এই হয়রানি? নাকি এর পিছনে আছে কোন বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত। সবই জানে ভবিতব্য! তবে SIR এর চক্রান্তে পড়ে সাধারণ ভদ্র নাগরিকবৃন্দ যে মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না এবং তারা যে বিড়ম্বনার শিকার- একথা অনস্বীকার্য। সকলেই চায় সঠিক স্বাভাবিক হোক এই প্রক্রিয়া এবং তা যেন আর কারোর প্রাণহানীর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

ভ্রমণ

সৈকত ও সবুজে ঘেরা গোয়া

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

আমরা ছিলাম মিরামার সী বিচ-এ। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে গোয়া ভ্রমণ করেছিলাম। গোয়ার বিখ্যাত সমুদ্র বিচ গুলি হল— কালাঙ্গুট বিচ, বাগা বিচ, ক্যান্ডোলিম বিচ, চাপোরা ফোর্ট, টিটোস, মান্বোস, আঞ্জনী বিচ, ফোর্ড আগুয়াডা, কালিস, ব্যাসিলিকা অফ বম জেসাস, ক্লাব কিউবানা, ভ্যাগেটর বিচ, মিরামার বিচ।

গোয়া ভ্রমণ শুরু করার জন্য প্রবেশ পথের বাসস্ট্যান্ডে উঠতে পারেন। উত্তরগোয়ার জন্য মাপুসা বা পানাজি। অথবা একদিন গাড়ি করে যেতে পারেন। আর একদিন দক্ষিণ-গোয়ার জন্য বাস কিংবা গাড়িতে যেতে হবে। দক্ষিণ গোয়া মাদগাঁও এবং ভাস্কো-দা-গামা রাজ্যের রেলওয়ে স্টপেজ স্পর্শ করে। সেখান থেকে যে কোন গন্তব্যে পৌঁছানো সহজ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ গোয়া ভ্রমণের জন্য তিন থেকে চার দিন যথেষ্ট।

১) ক্যালাঙগুট বিচ (calangute Beach)— উত্তর গোয়ার অন্যতম সেরা সমুদ্র সৈকত হল কালাঙগুট সৈকত। সৈকতটি খুবই পরিষ্কার। বাম দিকে ক্যান্ডোলিম সৈকত এবং ডানদিকে বাগা সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

গোয়ার সবচেয়ে জনবহুল সৈকত গুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, সমুদ্র সৈকতের কিছু অংশ খুবই শান্ত। ভারতের প্রধান প্রবেশপথ এবং সমুদ্র সৈকত নিজেই জনাকীর্ণ, কিন্তু মাত্র ১৬০মিটার দূরে, খুব শান্ত এবং নির্মল হয়ে ওঠে। এই সৈকতের কাছাকাছি জশুয়া বিচ হাউস ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা। এখানে একটি চমৎকার পুলের দৃশ্য রয়েছে, যা চারিদিক বন দ্বারা বেষ্টিত। সেজন্য এলাকাটি শান্ত। উত্তর গোয়া এবং দক্ষিণ গোয়ার সৈকতের খুব বেশি পার্থক্য আমার চোখে ধরা পড়েনি। এখানকার বেশিরভাগ পর্যটকই আসেন দেশি-বিদেশি। তবে এই সৈকত ব্যয়বহুল। আমরা মিরামার সৈকত এ ছিলাম। অন্য সৈকতের তুলনায় একটু কম পয়সায় খাওয়া থাকা যায়। তাছাড়া এখান থেকে পানাজি কাছেই।

ক্যালাঙগুট সমুদ্র সৈকত বিখ্যাত, সেজন্য সৈকতের রানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানকার সংলগ্ন গ্রামগুলি মধ্যে ক্যাথলিক (পর্তুগিজ) ঐতিহ্যের ইতিহাস এবং উপনিবেশ ভাব রয়েছে, একসময় এটি তার সোনালী বালি, স্বচ্ছ জল, খোলা জায়গার, উভয় পাশে বিস্তৃত পরিষ্কার সৈকতের জন্য পরিচিত এবং আকর্ষণীয়।

২) বিটুল (Betul) — বর্ষাকালে দক্ষিণ গোয়ার দুর্গের আশেপাশে, এয়ার পোডস্ ইন- বিশ্বের সেরা ইন-ইয়ার অ্যাক্টিভ নয়েজ কন্সেলেশন। এখন লাইভ ট্রান্সলেশন, দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ, শ্রবন স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে

অ্যালান এসডিএসসি— গোয়ার একেবারে দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি একটি পুরনো দুর্গ। সেখানে বর্ষাকালে

চলবে...

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

বনচাঁড়ালের ডায়েরি পর্ব : ৫ ● জোড়াসাঁকো

বনগাঁ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো নিয়ে হঠাৎ? এমনটা ভাবতেই পারেন। কিন্তু এই জোড়াসাঁকো বনগাঁরই। বলা ভালো— বনগাঁ মহকুমার কালুপুর মৌজার অন্তর্গত।

বনগাঁ শহরের বাটামোড় হতে যশোর রোড ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাঁচ কিলোমিটার বাইকের মাইল-মিটারে চোখ রাখুন। স্মার্টফোনের কম্পাস দেখুন। গুগল আর্থ অন করুন। ডায়েরিতে প্রয়োজনীয় নোটস নিন। দেখবেন, চেনা বিষয়কে অচেনা লাগছে, আর অচেনা বিষয়কে খুব চেনা লাগছে। আনন্দ তো সেখানেই।

ঠিক এইখানেই একটি কালভার্ট (Culvert) পাবেন। 'Culvert' শব্দটির অর্থ— রাস্তার নীচে জল যাবার পাইপ। স্বাভাবিকভাবেই, এই পাইপের ব্যাস এক মানুষের সমান বা তার বেশি। পাইপের কালভার্ট ছাড়াও ছোটখাটো কংক্রিটের ব্রিজ দেখা হয়— যাকে ব্রিজ বলতে সংকোচ হয়। তাই সেও মুখে-মুখে হয়ে যায় 'কালভার্ট'।

কথা হচ্ছিল জোড়াসাঁকো নিয়ে। সংসদ বাংলা অভিধানে 'সাঁকো' শব্দটির অর্থ 'সেতু' বা 'পোল'। 'সেতু'-এর ইংরেজি ব্রিজ (Bridge)। কিন্তু এই স্থানটিতে একজোড়া সাঁকো বা ব্রিজ আপনি দেখতে পাবেন না। আমিও দেখিনি। হয়তো ছিল, সেইজন্যই এমন নাম। প্রতিটি স্থাননামের নেপথ্যে একটি হারানো ইতিহাস থাকে।

হঠাৎ জোড়াসাঁকো নিয়ে লিখছি কেন?

লিখছি— কারণ এই জোড়াসাঁকোর নীচে দিয়েই চলে যেত সেকালের বিখ্যাত নদী— মরালী। ১৯৩০-এর দিকেও তার অস্তিত্ব ছিল। চাকদার গঙ্গা হতে এই মরালী নদী খেদাইতলা, দরাপপুর, শ্রীনগর, বৈরামপুর, হাতিবান্ধাবিল, চোমরদহবিল, মাতলার বিল, জানিপুরবাঁওড় বা শুলকোবাঁওড়, জিয়ালা-কালুপুরের পুকুর ও ঝোরা, ইত্যাদি জলাভূমি অঞ্চল দিয়ে— কালুপুর-নীলকুঠিকে ডানতীরে রেখে— দোগাছিয়ার যশোর রোডের জোড়াসাঁকোর নীচে দিয়ে— বনগাঁ-শিয়ালদা রেললাইনের রেলব্রিজের নীচে দিয়ে— উনাই ও তিলি গ্রামের মধ্যে দিয়ে— প্রতাপনগর ও পোতাপাড়ার মধ্যে দিয়ে ডুমুরদহ বা ডুমোবাঁওড়ে এসে মিশত। এই ডুমোবাঁওড় ছিল ইছামতীর পুরোনো খাত। ব-দ্বীপ অঞ্চলের স্রোতস্বিনী নদী প্রবল বন্যায় গতিপথ পালটে নেয়। ইংরেজি ইউ (U) আকারের বাঁক সহজে আই (I) আকারের করে নিতে চায়। ফলে পুরোনো খাত লাঙল বা ঘোড়ার খুরের মতো পড়ে থাকে মূল নদী হতে অদূরে। এই 'লাঙল' থেকে 'নাঙল' কথাটি এসেছে। সেই থেকে এমন জলপথকে নাঙলাবাঁওড়ও বলে। আবার ঘোড়ার খুরের মতো হবার কারণে 'অশ্বখুরাকৃতি' হ্রদও বলে থাকে। আর-একটি কথা, 'বাঁকে মোড়' থেকেই কিন্তু 'বাঁওড়' কথাটি এসেছে।

এবারে আসুন কল্পনা করি, এই মরালী হয়ে চাকদা হতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আসছেন শ্রীনগর রাজবাড়ি। আচ্ছা, তিনি কি শ্রীনগর হয়ে এই জোড়াসাঁকোর পথ ধরে ইছামতীতে এসেছিলেন কখনও? আসাটাই খুব স্বাভাবিক। ইংরেজরাও— বিশেষ করে নীলকর সাহেবরা— এই পথেই শুলকো-দুর্গাপুরের নীলকুঠি, কালুপুর-নীলকুঠি, ডুমো বাঁওড়ের পাশে সাহেবডাঙার নীলকুঠি অঞ্চলে প্রকাণ্ড-সব মালবাহী নৌকো নিয়ে ঢুকে পড়ত সেকালে। ভাবলে আজ ছেলেভোলানো রূপকথা মনে হয়!

(চলবে...)

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঠাকুরনগরের সন্ধ্যা কুমুদ উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১১ তম বর্ষের সন্ধ্যা-কুমুদ উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অনুষ্ঠানে ছিলেন একাডেমীর সভাপতি কুমুদ রঞ্জন ঘোষ, অধ্যক্ষ চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বিশ্বাস, বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল, গোপীনাথ ঘোষ, সংস্থার কর্ণধার পার্থ ঘোষ ও সুতপা ঘোষ সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, প্রধান অতিথি সহ সকল বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে সন্ধ্যা কুমুদ একাডেমীর কর্ণধার পার্থ ও সুতপা ঘোষকে সাধুবাদ জানান। প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান ও বহু মানুষের সমাগমে বার্ষিক উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

তাই আমরা বাংলায় ফুল গাছ কিনতে গেলে ব্যাঙ্গালোর ভ্যারাইটি গোলাপ জবা ফুল গাছের খোঁজ করি। আকৃতি রং ও উজ্জ্বলতায় সেরা। সবই আবহাওয়া আর জলবায়ুর কারসাজিতে।

কেবল ফুল কেন, পাখপাখালিও আমাদের ওখানকার থেকে যথেষ্ট বড়। শাল, সেগুন, আরও অনেক নাম না জানা গাছের সবুজ পাতার আড়ালে কত রকমের পাখি ডাকে! আকাশে চিল ঘুরে বেড়ায়। বড় বড় পাহাড়ি চিল। রাস্তার ধারে আস্তাকুড়েতে ফেলে দেওয়া ময়লায়, কাক বক কত পাখি খাদ্য সংগ্রহ করে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি আর পায়রা উড়ে বেড়ায় আকাশে। জানলার সামনের বাগানে তিনটে ময়ূর ময়ূরী ঘুরে বেড়ায়। একদিন হোসা লেকের বাগানে সাদা ময়ূর দেখেছিলাম। এ ছাড়াও বাংলার পরিচিত পাখিগুলো সব রকমই এখানে এসে ডাক দেয় । কোকিল এখানে বছরের সব সময় ডাকে। চড়াই পাখি আমি দেখলাম না। একদিন হোসা লেক যেতে গিয়ে ব্লু হোয়াইট আবাসনের কাছে একটা বট গাছের গোড়ায় চাতালের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা বসে কিছু একটা খুঁটে খেতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম কিছু বজরা ছড়ানো আছে। সেগুলোই খাচ্ছে। কিছু সময় পরে আবাসন থেকে একটা অল্প বয়সী মেয়েকে এসে বজরা ছড়াতে দেখলাম। জোয়ার আমি আগে থেকেই চিনতাম। এখানে এসে মুদিখানার দোকানগুলোতে বজরা রাগী বিক্রি হতে দেখেছি। বস্তা বস্তা এইসব মিলেট জাতীয় শস্য সাজানো থাকে দোকানে। পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি মিলেট জাতীয় শস্য উৎপাদনের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। সেটাই প্রত্যক্ষ করলাম।

এ তো গেল পাখির কথা। শ্বাপদ প্রাণী চাক্ষুষ কুকুর বিড়াল ছাড়া আর কিছু দেখা না গেলেও রাতের বেলা শিয়ালের ডাক শোনা যায় প্রচুর। ঠিক আমাদের ওখানকার মতো। আমরা যে সিলভার প্যালেস আবাসনে থাকি, তার পাশ দিয়েই অনেকটা জঙ্গল। রাতে কাছাকাছি চলে আসে শিয়াল। তিন তালার বড় কাচের জানলা দিয়ে কখনও কখনও দেখতে পাই।

শহরের উপরের ব্যস্ত বড় রাস্তা কখনও কখনও গাভীরা দলবদ্ধ ভাবে চলাফেরার ফলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা শহরতলী। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, জায়গাটা চন্দ্রসান্ডার শান্তিনিকেতন নামের পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত। নামটা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েও উদ্ধার করতে পারিনি এরকম নামের কারণ। আমাদের আবাসনের সামনের রাস্তা পার করলেই 'আশা' নামের কন্নড় মেয়েটির একটি বড়, খুচরো ও পাইকারী সবজি ভান্ডার আছে। আশা বিড়াল পোষে। তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা ঘুরে বেড়ায়। অলসভাবে এদিক ওদিক বেড়াতে বেড়াতে কখনও কখনও রাস্তার ধারে চলে যায়। আশার ওদের দিকেও নজর থাকে। ক্যাশ কাউন্টার থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ওদেরকে আবার সবজি ভান্ডারের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়।

ইডলি, সাম্বার, দইবড়া। ১৫ ই আগস্ট এসে গেল। গুচ্ছ গুচ্ছ ত্রিবর্ণ বিচিত্র সব পেপার কাটিং-এর ফুল দিয়ে

চলবে...

পৌষের শেষ মঙ্গলবারে ভক্ত সমাগমে মুখর বনগাঁ সাতভাই কালীতলা মন্দির

সায়ন ঘোষ : পৌষ মাসের শেষ মঙ্গলবার উপলক্ষে বনগাঁর ঐতিহ্যবাহী সাতভাই কালীতলা মন্দিরে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কনকনে শীত উপেক্ষা করে ভোর থেকেই বহু ভক্ত দেবী কালীর দর্শন ও পুজো দিতে মন্দির চত্বরে হাজির হন।

প্রত্যেকদিনের মত এদিন মন্দিরে বিশেষ পুজো, অঞ্জলি ও ভোগ নিবেদনের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌষ মাস জুড়ে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার এই মন্দিরে ভক্তসমাগম হলেও শেষ মঙ্গলবার হওয়ায় এদিন ভিড় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। মানত পূরণ ও মনের ইচ্ছা জানাতে বহু ভক্ত

দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকাজুড়ে বসে এই পৌষ মেলা। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে মেলা ছিল জমজমাট। খেলনা, খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নানা দোকানে কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় দর্শনার্থীদের। ভিড় সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মন্দির চত্বরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়। সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশেই পৌষ মাসের শেষ মঙ্গলবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা সম্পন্ন হয়।

মন্দিরের সেবাইত প্রিয়াংশু চক্রবর্তী জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ও তার পরিবার মন্দিরের দেখ ভাল, পুজো ও পৌষ মেলার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কথায়, "প্রতিবছরের মতো এ বছরও দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভক্ত সমাগম বেশি হওয়ায় মেলা প্রাঙ্গণ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।" অন্যদিকে দর্শনার্থী স্নেহা কুণ্ডু বলেন, "আমরা প্রতিবছরই পৌষ মেলার সময় এখানে আসি। এই সময় মা নতুন সাজে সেজে ওঠেন, নতুন রূপে মাকে দর্শনের সুযোগ পাওয়াই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।"

উল্লেখ্য, জেলার সীমান্ত শহর বনগাঁর ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী সাতভাই কালীতলা মন্দির ডাকাত কালী নামেও পরিচিত। বনগাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা এই মন্দিরে পৌষ মাস জুড়ে বিশেষ পুজো ও ধর্মীয় মেলা চলে, যা প্রতিবছরই অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠিত ২৪ তম বর্ষের ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্প মেলা

নীরেশ ভৌমিকঃ ১০ জানুয়ারি মধ্যাহ্নে বৃহত্তম ঠাকুর নগরের কৃষি ও পুষ্পপ্রেমী মানুষজনের এক বর্ণময় পদযাত্রা এবং অপরাহ্নে পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে ২৪ তম বর্ষের গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্প মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অশোক কুমার পাত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তণ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ও সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, মধুসূদন সিংহ, বাপী দাস, জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ষিয়ান শিক্ষক অনুপম দে, বনগাঁ কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি প্রলয় সেন প্রমুখ। সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান মেলা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি শিক্ষক গোবিন্দ ঘটক ও সম্পাদক রমন দে।

কমিটির সদস্যগণ সকলকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে ও প্রসারে দীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ মেলার উদ্যোক্তাদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন উদ্বোধক ড. পাত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনায় ঠাকুরনগর কলাভূমির কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বণিকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে। ১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত মেলায় কৃষি বিষয়ক আলোচনা, প্রদর্শনী, কৃষি প্রশিক্ষণ ও সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

মেলা প্রাঙ্গণে ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার দফ্‌তরের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীতের দেড়শো বছর উপলক্ষে প্রদর্শনী ও বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পুষ্প বিষয়ক স্টলটি সকলের নজর কাড়ে।

সিএএ-তে আবেদন করার উপদেশ

প্রথম পাতার পর

বাগদায় রয়েছেন। সার প্রক্রিয়া শুরু হতেই উদ্বেগ বেড়েছে বাগদার মতুয়াদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, বাগদা কেন্দ্রে মৃত, শিফটিং সহ নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ২৪ হাজার ৯২৩ জন। শুনানির নোটিশ পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৪৮০ জন। এরমধ্যে অধিকাংশই মতুয়া। নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই বেনাগরিক হওয়ায় ভয় চেপে বসেছে তাদের মনে। কমিশনের নির্ধারিত নথি না থাকায় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া সহ সরকারি সুযোগ, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার আশঙ্কা নিয়েই জর্জরিত বাগদার মতুয়া ভোটাররা। বাগদা থেকে বহু ভোটাররা নাগরিকত্ব পেতে ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্প থেকে সিএএ'র আবেদনও করেছেন। কিন্তু নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পাননি মতুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রমাণ করতে জাতিগত শংসাপত্র, ভোটার, আধার কার্ড, বাড়ির দলিল নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে অসছেন তাঁরা।

বাগদার হেলেঞ্চা গার্লস স্কুলে ছিল শুনানির কেন্দ্র। মঙ্গলবার এই কেন্দ্রে বহু মানুষ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তাল কাটল ওই শুনানি কেন্দ্রের একজন নির্বাচন আধিকারিকের পরামর্শে। জানা গিয়েছে,তাপস বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি বাগদার বি ডি ও অফিসে চাকরি করেন। তিনি পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক। তপন বাগদার হেলেঞ্চা গার্লস হাইস্কুলে নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে এদিন ডিউটি করছিলেন। অভিযোগ, শুনানিতে আসা একাধিক ভোটারদের সিএএতে আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সি এ এতে আবেদন কেন করছেন না? সিএ-এর ফর্ম ফিলাপ করলে আপনাদের নাগরিকত্ব থেকে যাবে। একজন আধিকারিকের এই পরামর্শ জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন শুনানিতে আসা মতুয়া থেকে অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে,বাগদা ব্লকের আযাচু পঞ্চায়েতের হামকুড়ো এলাকা থেকে শুনানির জন্য আসেন কমলেশ ঢালি, দীপক ঢালি। তাঁরা নথি জমা দেওয়ার সময় ওই আধিকারিক তাঁদের এই পরামর্শ দিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। এরপরেই উত্তেজনা তৈরি হয় ওই শুনানি কেন্দ্রে। খবর পেয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন স্থানীয় তৃণমূলের কর্মীরা। এরপরেই উত্তেজিত ভোটাররা কমিশনের আধিকারিক তাপস বিশ্বাসকে দীর্ঘক্ষণ কেন্দ্রে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান। উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় পরবর্তীতে বাগদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রভাবিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চন্দ্র চৌধুরী বলেন, একজন সরকারি আধিকারিক হয়ে এই ধরনের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তিনি অন্যায় কাজ করেছেন। সি এ এতে আবেদন করার পর নাগরিকত্ব না পান, সেক্ষেত্রে দায়িত্ব কি নেবেন ওই আধিকারিক? তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিত দাস বলেন, ওই আধিকারিক শুনানিতে আসা মানুষ জনকে সি এ এতে আবেদন করলে দ্রুত নাগরিকত্ব থেকে যাবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন। উত্তেজিত মানুষ তাঁকে দীর্ঘক্ষণ আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। আসলে বিজেপি এখন কমিশনের আধিকারিকদের মাধ্যমে সি এ এর জন্য প্রভাবিত করছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, সিএএ আমাদের দেশে আইন হয়েছে। কমিশনের ওই আধিকারিক ঠিক কাজই করেছেন। মানবিক ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও বাগদার বি ডি ও জানিয়েছেন, বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি থেকে হয়েছে। উনি সেরকম কিছু বলেন নি। তাপস বিশ্বাসও বিষয়টি নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি।

মেলেনি আবাস যোজনার ঘর, ক্ষোভ

প্রথমপাতার পর...

বেশ কিছু বাড়ি কাঁচা টিনের চালের। অভিযোগ প্রায় ছয় থেকে সাতটি পরিবার সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আবাস যোজনার ঘর আবেদন করার পরেও ঘর পাননি। এমন কি যাতায়াতের রাস্তাও তৈরি হয়নি। মেলে না বার্ধক্য ভাতা। বন্ধ হয়ে গেছে লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দা রবিন মন্ডলের কাঁচা ঘর ভেঙে পড়তেই ক্ষোভ উগরে দিলেন একাধিক বাসিন্দা। রবিন বাবু বলেন, কোনরকমে দিনা আনি দিন খাই, পাকা বাড়ি করার ক্ষমতা নেই। কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ল, অল্পের জন্য বিপদের হাত থেকে বাঁচলাম। রবিনের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান ও মেম্বারকে একাধিকবার বলা হলেও তারা বিরোধীদল করার অভিযোগ তুলে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয় না।

যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবি করে গোপালনগর ২ পঞ্চায়েত প্রধান ঊষাকান্তি পাল বলেন ২০১৯ সালের সার্ভে অনুযায়ী যাদের তালিকায় নাম এসছে, তারা সকলেই ঘর পাচ্ছে। এরপর সিএমও পোর্টালে যারা আবেদন করেছেন, তারাও ঘর পাবে। কিন্তু মাঠপাড়ার এই কটি পরিবার কোন আবেদন জানায়নি। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, এরা বহুবার আবেদন করেছে; জুতোর তলা ক্ষয়ে গেছে। যাদের ঘর দরকার, তারা ঘর পাচ্ছে না। তৃণমূলের নেতারা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এই ঘর পাচ্ছে।

অনুষ্ঠিত গোবরডাঙার রূপান্তর নাট্যোৎসব

সংবাদদাতা ঃ গত ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নকসা পরিচালিত গোবরডাঙার সংস্কৃতি কেন্দ্রে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ৫৩ বর্ষের রূপান্তর নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন সংস্থার নাট্যগুরু বর্ষিয়ান শ্যামল দত্ত, ছিলেন সংস্থার সভাপতি শশাংঙ্ক শেখর দত্ত, সংস্কৃতিপ্রেমী মিহির লাল চক্রবর্তী, সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচ প্রমুখ। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন নাট্যদল প্রযোজিত মোট ৯ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিনের প্রথম নাটক খামারচন্ডী নাট্য প্রহরী প্রযোজিত পরিবেশ সচেতনতার নাটক ঝড়ের পরের দিন, দ্বিতীয় নাটক রূপান্তর প্রযোজিত শিশু কিশোরগণ পরিবেশিত শিক্ষামূলক নাটক ইনোচি। নাটকটিতে বছর চারেকের শিশু অরিঞ্জয় দাঁ'র দুরন্ত অভিনয় হল ভর্তি দর্শক সাধারনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন রূপান্তর প্রযোজিত অভীক দাঁ নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক 'সদানন্দের সাত কাহন' দর্শক

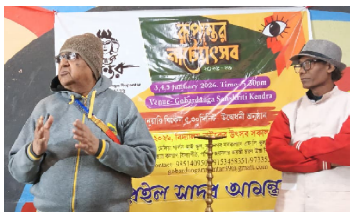

মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। এবারের রূপান্তর নাট্যোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্কুল নাটক। ৫ জানুয়ারি বিভিন্ন জেলার ৫টি বিদ্যালয় প্রযোজিত ও পড়ুয়াগণ পরিবেশিত নাটকগুলি হল ভর্তি দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। অংশগ্রহনকারী সকল শিক্ষার্থীদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদানে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ৫৩ তম বর্ষের রূপান্তর নাট্যোৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

বর্ণচোরার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত

সঞ্জিত সাহা ঃ ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের ১৬৪ তম জন্মদিনে নাট্যোৎসব এবং সেই সঙ্গে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৬ এর আয়োজন করে হাবড়ার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংস্থা বর্ণচোরা'র সদস্যগণ। স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ডাঃ চন্দন দেবনাথ, প্রতাপ সেন, ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক উদয় শংকর দাস, তরুণ নন্দী, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস ও প্রাক্তন শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক প্রমুখ। বর্ণচোরার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা সুবীর নারায়ণ দাস সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ বিশিষ্টজনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে বর্ণচোরার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

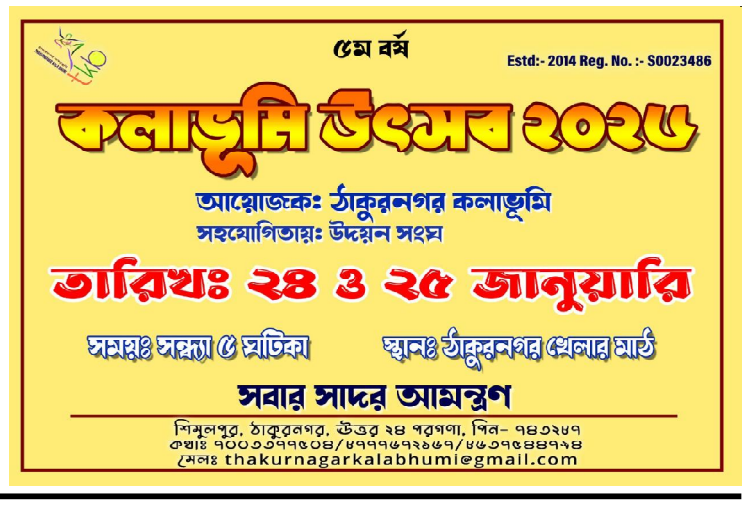

তৃণমূল কার্যালয়ে ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ নেতৃত্বের

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের

শ্রমিক সংগঠনের (INTTUC) গাইঘাটা ব্লক-২ এর কার্যালয়। কার্যালয়ের সামনে রয়েছে সাইনবোর্ড ও ফ্লেক্স। সেখানে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ন চন্দ্র ঘোষ (নান্টু) এর ছবি। এছাড়াও রয়েছে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী ও যুবনেতৃত্ব অভিষেক ব্যানার্জীরও ছবি। ১৩ জানুয়ারি রাতে কারা সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির ফ্লেক্সটি ব্লেড দিয়ে কেটে ও ছিড়ে ফেলে দেয়। পরদিন সকালে সংগঠনের সদস্যগন এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। সহ-সভাপতি জয়দেব বর্ধন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখ জনক ও নিন্দনীয়। এ ধরনের ঘটনা চাঁদপাড়া এলেকায় ঘটেনি।

চাঁদপাড়ার দীঘা গ্রামীন লোক উৎসব অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গত ১০ জানুয়ারী মধ্যাহ্নে জাতীয় ও ক্লাব পতাকা উত্তোলন, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে ঢাকীদের শ্রীখোল বাজনা, এন.সি.সি ক্যাডেটদের কুচাওয়াজ ও কচি-কাঁচাদের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় চাঁদপাড়ার দীঘা বিদ্যাসাগর সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত ৩৬ তম বর্ষের গ্রামশ্রী লোক উৎসব। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন ব্রহ্মচারীন অসীমা মাতাজী। ছিলেন বর্ষিয়ান গ্রামবাসী সন্তোষ ঘোষ ও কল্পনা মণ্ডল, শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, পঞ্চায়েত সদস্য নিমাই মণ্ডল, প্রাক্তন সদস্য শম্ভু মণ্ডল, ত্রিদীপ মণ্ডল প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় মালাকার ও সম্পাদক গৌতম ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যাগণ বিশিষ্টজনদের পুস্পস্তবকে ও উত্তরীয়তে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে বিদ্যাসাগর সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত লোক উৎসবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল সমবায় ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা, লোকনৃত্য রাইবেশে, ম্যাজিক শো, একক নাটক অভিনয়, আবৃত্তি। আলোচনা সভায় অংশ নেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমবায়ী কালিপদ সরকার ও ড. কৌস্তভ চৌধুরী। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংকন, যোগাসন, ক্যুইজ, নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছিল বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চাঁদপাড়ার সুররানী সংস্থার মঞ্চ সফল নাটক 'মাঝি', পাঁচপোতা সন্ধিক্ষণের আকর্ষনীয় অনুষ্ঠান 'বিস্ময় বালক' এবং উৎসবের শেষ দিনে যুব দিবসের সন্ধ্যায় 'মাটির টানে' লোক গানে'র অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে ৩৬ তম বর্ষের গ্রামশ্রী লোক উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে। অন্যতম সংগঠক সূর্যকান্ত সরকার ও পরিমল করের সুচারু সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গাইঘাটার ডেওপুল স্কুলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল হাই স্কুলে গত ১৫ জানুয়ারী মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২৬।

এদিন সকালে বিদ্যালয়ের মাঠে ব্যান্ডের বাজনার সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মার্চ প্রদক্ষিণ, পতাকা উত্তোলন, মশাল দৌড় ও শ্বেত কপোত ওড়ানোর মধ্য দিয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বিজয় সরকার, সদস্য সন্তোষ বক্সী, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, স্থানীয় মণ্ডল পাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ঘোষ, সহ-শিক্ষক প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ দেবনাথ আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলো ও শরীরচর্চার গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তার উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রতিযোগী পড়ুয়াদের শপথ বাক্য পাঠ করান শিক্ষিকা মানবী হালদার, ক্রীড়া শিক্ষক অর্নব সাহার পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়, হাইজাম্প, লং জাম্প, স্কিপিং, বল নিক্ষেপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রাজ্য কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনির ছাত্র দীপ ঘোষের হাতে স্মারক উপহার (মেমেন্টো) তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে অতিথি ও শিক্ষক মহাশয়গণ আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দেন।

ঠাকুরনগরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত আসাম রেজিমেন্টের ভেটারেন্স ডে

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও ঠাকুরনগরে প্রাক্তণ সৈনিক ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ১২ জানুয়ারী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হল 'ভেটারেন্স ডে'-২০২৬। ঠাকুরনগরের ঐতিহ্যবাহী ষষ্ঠীতলা জাগৃতি সংঘ প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঠাকুরনগর সহ গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাক্তণ সৈনিক ও প্রয়াত প্রাক্তণ সেনানীদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত হন।

আসাম রেজিমেন্ট সৈনিকগণ আয়োজিত এদিনের 'ভেটারেন্স ডে'র অনুষ্ঠানে রেজিমেন্টের বিশিষ্ট পদাধিকারীগণের মধ্যে ছিলেন লেঃ কর্নেল মিঃ সুয়েজ, মেজর আমনকীর্তি ও তাঁর সহধর্মিনী পায়েল। জেলা সৈনিক বোর্ডের সম্পাদক কমান্ডার অমিত পাল, সুবেদার মেজর দীপঙ্কর মণ্ডল, জেলা সদর বারাসাতের মেগাসিটি নার্সিং হোমের প্রতিনিধি ডঃ অভিজিৎ মণ্ডল ও অর্নব মজুমদার ও জাগ্রত সংঘের সম্পাদক দেবাশিষ দে প্রমুখ। সকলকে পুষ্পস্তবকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনে তাঁকে স্মরণ করে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুপর্ণা বিশ্বাসের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে ডেটারেন্স র‍্যালি কার্যক্রমের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডল। জেলা আইনি সহায়তা কমিটির প্রতিনিধি পি.এল.ভি. লক্ষ্মী ধর প্রাক্তণ সৈনিকদের প্রয়োজনে বিনা ব্যয়ে আইনি সহায়তা পাবার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান। সংগঠনের জেলা সম্পাদক অমিত বাবু অবসর প্রাপ্ত প্রয়াত সৈনিকদের পরিবারের মানুষজনদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলে জানান। উপস্থিত প্রাক্তণ সৈনিকদের পরিবারের সদস্যগণকে বীর মাতা ও বীর নারী সম্মানে ভূষিত করা হয়। আর্মি অফিসারগণ বীর মাতা ও বীর নারীগণের হাতে উপহার তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মেগাসিটির চিকিৎসকগণ তাঁদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাক্তন সৈনিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান।

এদিন আর্মি ডক্টরগণ প্রাক্তণ সৈনিকদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগনের চিকিৎসা করেন। স্টোররুম থেকে ন্যায্য মূল্যে নানা সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। অন্যতম সংগঠক প্রাক্তণ সৈনিক কালিদাস বণিকের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের সমস্ত কর্মসূচি সার্থকতা লাভ করে।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

মানক: পথপ্রদর্শক:

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**